এক নজরে

রেক বিকল, ব্যাহত মেট্রো চলাচল

অফিসের ব্যস্ত সময়ে কুঁদঘাট সংলগ্ন নেতাজি মেট্রো স্টেশনে ঢোকার মুখে শহীদ ক্ষুদিরামগামী একটি মেট্রোর পার্কিং ব্রেকে আচমকা সমস্যা দেখা দেওয়ায় ট্রেনটি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়নি। ওই বিপত্তির জেরে প্রায় ৪০ মিনিট রেকের মধ্যে যাত্রীদের আটকে থাকতে হয়। পরে ট্রেনটিকে কোনও মতে নেতাজি মেট্রো স্টেশনে নিয়ে গিয়ে যাত্রীদের নামানো হয়। সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ ওই বিভ্রাটের জেরে টালিগঞ্জ থেকে ময়দানের মধ্যে প্রায় দেড় ঘণ্টা মেট্রো চলাচল ব্যাহত হয়। যাত্রীরা চরম ভোগান্তির মুখে পড়েন। সাড়ে ৭টার কিছু পরে ময়দান থেকে দক্ষিণেশ্বর স্টেশনের মধ্যে ট্রেন চলাচল শুরু হয়। এসপ্লানেড স্টেশনে যাত্রীদের ভিড় জমে যাওয়ায় এ দিন সমস্যা দেখা দেয়। পরে যাত্রীদের একাংশের টিকিটের টাকা ফিরিয়ে দিয়ে তাঁদের বার করে দেওয়া হয়। রাত সাড়ে ৮টা নাগাদ মেট্রো চলাচল স্বাভাবিক হয়। ওই ঘটনায় মেট্রোর রেকের রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

মেট্রো নিয়ে বৈঠক

ই এম বাইপাস সংলগ্ন চিংড়িঘাটার কাছে নিউ গড়িয়া-বিমানবন্দর মেট্রোর উড়ালপথ তৈরির কাজ গত ফেব্রুয়ারি মাস থেকে থমকে রয়েছে। ওই অংশে তিনটি স্তম্ভের উপরে ৩৬৬ মিটার দীর্ঘ উড়ালপথ নির্মাণের কাজ থমকে যাওয়ায় ওই মেট্রো সেক্টর-৫ পর্যন্ত সম্প্রসারণের কাজ আটকে রয়েছে বলে অভিযোগ। মেট্রো কর্তৃপক্ষ দু'দফায় সপ্তাহান্তে রাতের দিকে বাইপাস বন্ধ রেখে ওই কাজ সম্পূর্ণ করার কথা জানালেও রাজ্য প্রশাসন তথা পুলিশের পক্ষ থেকে বিষয়টি নিয়ে প্রয়োজনীয় অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না। সমস্যা মেটাতে বিষয়টি নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয় নির্মাণ সংস্থা রেল বিকাশ নিগম লিমিটেড। আদালতের নির্দেশে বুধবার পার্ক স্ট্রিটে মেট্রো ভবনে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে নিয়ে বৈঠক হয়। বৈঠকে কলকাতার নগরপাল, বিধাননগর কমিশনারেটের প্রতিনিধি ছাড়াও কলকাতা পুরসভা, মেট্রো এবং রাজ্য প্রশাসনের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকের সিদ্ধান্ত আদালতকে জানানো হবে বলে মেট্রো সূত্রের খবর।

আগুনে পুড়ে মৃত্যু

রান্না করতে গিয়ে অগ্নিদগ্ধ হয়েছিলেন বাসন্তীর পাঁচ নম্বর চরাবিদ্যা গ্রামের এক মহিলা। মঙ্গলবার রাতে ক্যানিং হাসপাতালে মৃত্যু হল তাঁর। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, যশোদা মাহাতো (৫০) নামে ওই মহিলা দিন দুয়েক আগে বাড়িতে উনুন জ্বালিয়ে ভাত রাঁধছিলেন। ভাতের ফ্যান ঝরানোর সময়ে উনুন থেকে পাশের খড়ের স্তূপে আগুন ধরে যায়। অগ্নিদগ্ধ হন যশোদা। পরিবারের সদস্যেরা তাঁকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে দু'দিন চিকিৎসার পরে মৃত্যু হয় মহিলার।

দেহ উদ্ধার

টিনের ছাউনি দেওয়া ঘর থেকে উদ্ধার হল এক তরুণের ঝুলন্ত দেহ। বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে হরিদেবপুর থানা এলাকায়। মৃতের নাম শুভজিৎ মণ্ডল (২২)। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই থানা এলাকার কৈলাস ঘোষ রোডে থাকতেন শুভজিৎ। এ দিন সকাল সাতটা নাগাদ ঘরের ভিতরে তাঁর ঝুলন্ত দেহ মেলে। প্রাথমিক ভাবে পুলিশের অনুমান, ওই যুবক আত্মঘাতী হয়েছেন।

অস্ত্র-সহ ধৃত দুষ্কৃতী

অস্ত্র-সহ এক দাগি দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করল হিঙ্গলগঞ্জ থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের নাম শফিক গাজি। তার বাড়ি হেমনগরে। বুধবার ভোরে হিঙ্গলগঞ্জ বাজার থেকে শফিককে গ্রেফতার করে পুলিশ। তার কাছ থেকে মিলেছে বন্দুক ও কার্তুজ। দীর্ঘদিন ধরে শফিককে খুঁজছিল হেমনগর ও হিঙ্গলগঞ্জ থানার পুলিশ। একাধিক অসামাজিক কাজের অভিযোগ আছে তার বিরুদ্ধে।

ঘোড়ার ধাক্কা

ঘোড়দৌড় দেখতে গিয়ে ঘোড়ার ধাক্কায় আহত হলেন এক মহিলা। বুধবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিংয়ের ধর্মতলা এলাকায়। মোমেনা মোল্লা নামে ওই মহিলাকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে সন্ধ্যায় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসেন পরিবারের লোকজন। পরে কলকাতার ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

অপেক্ষা: বড়দিনের আগে কেকের দোকানে লম্বা লাইন। বুধবার, নিউ মার্কেটে। *ছবি: রণজিৎ নন্দী*

রাজ্যের থানা এবং ট্র্যাফিক গার্ডের কর্মীদের দেহ ক্যামেরার ব্যবহার বাধ্যতামূলক

শিবাজী দে সরকার

রাজ্য পুলিশের থানা এবং ট্র্যাফিক গার্ডের পুলিশকর্মীদের ডিউটির সময়ে দেহ ক্যামেরার ব্যবহার বাধ্যতামূলক হচ্ছে। বর্তমানে বিভিন্ন পুলিশ কমিশনারেট এবং জেলা পুলিশের কিছু কর্মী ডিউটির সময়ে এমন ক্যামেরা ব্যবহার করলেও এ বার রাজ্যের থানা এবং ট্র্যাফিক গার্ডের কর্মীদের জন্য তা বাধ্যতামূলক করতে চাইছেন রাজ্য পুলিশের কর্তারা।

সূত্রের খবর, এর জন্য প্রায় সাত কোটি টাকা খরচ করে সাড়ে ১১ হাজার দেহ ক্যামেরা কিনতে চলেছেন রাজ্য পুলিশের কর্তারা। যা কেনার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে খবর। পুলিশকর্তাদের আশা, আসন্ন বিধানসভা ভোটের আগেই ওই দেহ ক্যামেরা চলে আসবে। নজরদারি এবং নিরাপত্তার কাজে কার্যকর ওই ক্যামেরা হাতে এলেই জেলা পুলিশ এবং পুলিশ কমিশনারের হাতে তা তুলে দেওয়া হবে। ক্যামেরাগুলি লাগানো থাকবে ওসি বা আইসি-দের সঙ্গে সাধারণ পুলিশের পোশাকে।

এক পুলিশকর্তা জানান, ডিউটির সময়ে পুলিশকর্মীদের একাংশের বিরুদ্ধে দুর্ব্যবহার-সহ নানা অভিযোগ ওঠে। সে ক্ষেত্রে ঠিক কী ঘটেছে, তা ওই দেহ ক্যামেরার ফুটেজ থেকে জানতে পারা যাবে। এর ফলে তদন্ত করতে সুবিধে হবে বলে তিনি জানান। প্রসঙ্গত, কলকাতা পুলিশ প্রথম ওই দেহ ক্যামেরার ব্যবহার শুরু করে। এর পরে ধাপে ধাপে বিভিন্ন পুলিশ কমিশনারেট এবং জেলা পুলিশের তরফে তাদের এলাকার কর্মীদের জন্য ওই ক্যামেরার ব্যবহার শুরু হয়। কিছু দিন আগে জেলায় জেলায় যান-শাসনের সঙ্গে যুক্ত পুলিশকর্মী এবং সিভিক ভলান্টিয়ারদের দেওয়া হয়েছে ওই দেহ ক্যামেরা। এ বার ট্র্যাফিক এবং থানায় কর্মরত পুলিশকর্মীদের ব্যবহারের জন্য নতুন করে ওই ক্যামেরা দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

পুলিশ সূত্রের খবর, বর্তমানে যে কোনও ঘটনায় ডিউটি করার সময়ে পুলিশকর্মীদের দেহে থাকা ক্যামেরা অন রাখা বাধ্যতামূলক করেছে বিভিন্ন জেলা এবং পুলিশ কমিশনারেট। সূত্রের দাবি, ওই ক্যামেরা ব্যবহারের ফলে পুলিশকর্মীদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ কমে এসেছে। কারণ, ক্যামেরা অন থাকলে ছবির সঙ্গে অভিযোগকারী এবং অভিযুক্ত পক্ষের কথোপকথনও রেকর্ড হয়ে থাকছে। যা তদন্তে কাজে লাগে। বর্তমানে ওই দেহ ক্যামেরার ফুটেজ সংরক্ষণ করার জন্য বলা হয়েছে। প্রতিদিনের ফুটেজ নির্দিষ্ট জায়গায় যাতে সংরক্ষণ করা যায় এবং সময় মতো যাতে তা সহজে পাওয়া যায়, সে জন্য আগামী দিনে দেহ ক্যামেরা নিয়ে কার্যবিধি প্রকাশ করা হবে বলে পুলিশ সূত্রের খবর।

গাড়িতে আগুন

নিজস্ব সংবাদদাতা

রাতের অন্ধকারে এক ব্যক্তির গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে দেগঙ্গার রামনাথপুর গ্রামে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, প্রতিবেশীরা গাড়িতে আগুন জ্বলতে দেখেন। তাঁরাই বালতি করে জল এনে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। গাড়ির মালিক শফিকুল ইসলাম বলেন, ''আমরা কেউ বাড়িতে ছিলাম না। ভোরে প্রতিবেশীদের কাছ থেকে ফোনে খবর পাই।'' গাড়িতে ইচ্ছা করেই আগুন লাগানো হয়েছে বলে অভিযোগ তাঁর। পুলিশ তদন্ত করছে।

চার মাস পরেও তদন্তকারী নেই, শৌচাগার-দুর্নীতির শুনানি ঘিরে প্রশ্ন

মেহবুব কাদের চৌধুরী

পুরসভার শিক্ষা বিভাগে দুর্নীতির মামলায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে শুনানি শুরু হয়েছিল এক বছরেরও বেশি আগে। কিন্তু শুনানি প্রক্রিয়ায় তদন্তকারী আধিকারিকের অনুপস্থিতি ও এক অভিযুক্তের গরহাজিরা ঘিরে বিতর্ক দেখা দিয়েছে। পুরসভার শিক্ষা বিভাগের আধিকারিকদের একাংশের প্রশ্ন, ''তা হলে কি দুর্নীতি ধামাচাপা দিতে পুরোটাই লোক দেখানো?''

২০১৭ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে কলকাতা পুরসভা পরিচালিত ৫০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শৌচাগার সংস্কারের নামে প্রায় ৩৭ লক্ষ টাকা গরমিলের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে আগেই। চার অভিযুক্তের বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করে শুনানি শুরু হয়েছে গত বছরের নভেম্বরে। পুরসভা সূত্রের খবর, এখনও পর্যন্ত আটটি শুনানি হয়েছে। অভিযোগ, অভিযুক্ত চার জনের মধ্যে তিন জন শুনানিতে নিয়মিত হাজিরা দিলেও নানা অজুহাতে এক মহিলা আধিকারিকের গরহাজিরা নিয়ে ক্ষুব্ধ পুর কর্তৃপক্ষ। গোদের উপরে বিষফোঁড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে শুনানি প্রক্রিয়ায় তদন্তকারী আধিকারিকের অনুপস্থিতি। পুরসভা সূত্রের খবর, রাজ্য সরকারের ওই আধিকারিক মাসকয়েক আগে অবসর নেওয়ায় গত সেপ্টেম্বর থেকে কোনও শুনানিই হয়নি। প্রথমত, ওই আধিকারিক অবসর নেওয়ার পরে শুনানি সংক্রান্ত কোনও নথিই পুর কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেননি। পরে পুরসভার তরফে ওই অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিককে তাগাদা দিয়ে নথি আনা হয়েছে। নতুন তদন্তকারী আধিকারিক নিয়োগ করতে পুরসভার পার্সোনেল বিভাগের তরফে পুর কমিশনারের কাছে ফাইল পাঠানো হয়েছে। কিন্তু নতুন তদন্তকারী আধিকারিক কবে নিযুক্ত হবেন এবং ফের শুনানি কবে শুরু হবে, সে বিষয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। যদিও পুরসভার এক আধিকারিকের আশ্বাস, ''নতুন তদন্তকারী আধিকারিক নিযুক্ত করে শীঘ্রই শুনানি শুরু হবে।''

প্রসঙ্গত, পুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শৌচাগার সংস্কারের নামে মোটা টাকা দুর্নীতির অভিযোগে আগেই পুর শিক্ষা বিভাগের তদানীন্তন চিফ ম্যানেজার, ম্যানেজার, এক পুর আধিকারিক এবং এক কর্মীকে কারণ দর্শাতে বলেছিল পুরসভা। কিন্তু, তাঁদের উত্তরে সন্তুষ্ট না হওয়ায় চার জনের বিরুদ্ধে গত বছরের জুলাই মাসে চার্জশিট পেশ করা হয়েছিল। পরে পুরসভার 'ডিসিপ্লিনারি প্রসিডিংস সেল'-এ অভিযুক্তদের শুনানি শুরু হয় গত বছরের নভেম্বরে।

পুরসভা সূত্রের খবর, শিক্ষা বিভাগের তদানীন্তন ম্যানেজার অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে একাধিক বার শুনানিতে গরহাজির ছিলেন। সাক্ষীদের ডেকে পাঠানোর দিনে গরহাজির থেকেছেন তিনি। তাঁর ভূমিকায় পুর কর্তৃপক্ষ খুশি নন। উল্লেখ্য, বছর দুয়েক আগে ওই মহিলা আধিকারিক নিজেকে নিরপরাধ প্রমাণ করতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ইমেলে অভিযোগ জানিয়েছিলেন, কেবল মুসলিম হওয়ায় তাঁকে হেনস্থা করা হচ্ছে। ওই মহিলা আধিকারিকের মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে তখন মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেছিলেন, ''ধর্মের দোহাই দিয়ে কেউ পার পাবেন না। দুর্নীতির সঙ্গে পুরসভা কোনও ভাবেই আপস করবে না।'' বাম প্রভাবিত 'কলকাতা পৌর শিক্ষক ও কর্মী সঙ্ঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক অশোককুমার চট্টোপাধ্যায়ের অভিযোগ, ''শুনানিতে এক জন গরহাজির থাকছেন। আবার চার মাস আগে সরকারি আধিকারিক অবসর নিলেও তাঁর পরিবর্তে তদন্তকারী আধিকারিক পদে এখনও কাউকে নিযুক্ত করা হল না। এর থেকেই প্রমাণিত হয়, পুর কর্তৃপক্ষ আদতে পাহাড়প্রমাণ এই দুর্নীতি ধামাচাপা দিতে চাইছেন।''

রবীন্দ্রনাথ-ওকাম্পোর সখ্যের স্মৃতির ঝলক কলকাতা বইমেলায়

নিজস্ব সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর: আর্জেন্টিনার প্লাতা নদীর ধারে ভাড়া করা 'মিরালরিও' নামের বাগানবাড়িতে ভিক্তোরিয়া ওকাম্পোর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সখ্য ও আদানপ্রদানের একশো বছর পার হয়েছে। ১৮২৪-এর শেষে তিনি পৌঁছেছিলেন বুয়েনোস আইরেসে। কলকাতার আসন্ন ৪৯তম বইমেলায় থিম দেশ হিসাবে আর্জেন্টিনা ফিরিয়ে আনবে সেই গভীর স্মৃতি। রবীন্দ্রনাথ এবং ওকাম্পোর সম্পর্ক নিয়ে বইমেলায় হবে আলোচনাচক্র, দেখানো হবে তাঁদের উপরে তৈরি করা চলচ্চিত্র। আজ নয়াদিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ কথা জানান আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রদূত মারিয়ানো অগুস্তিন। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ডের সভাপতি সুধাংশুশেখর দে এবং সাধারণ সম্পাদক ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়।

বইমেলার থিম দেশ আর্জেন্টিনার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, গত শতকের কুড়ি বা তিরিশের দশকে রবীন্দ্রনাথ যখন খ্যাতির মধ্যগগনে, আর্জেন্টিনায় তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল বিপুল। স্প্যানিশে অনূদিত তাঁর অনেক বইয়ের তখন প্রবল চাহিদা বুয়েনোস আইরেসে (যাকে স্প্যানিশ ভাষার প্রকাশনার রাজধানী বলা হত)। গত বছর রবীন্দ্রনাথের আর্জেন্টিনা সফরের একশো বছর উপলক্ষে ফের সে দেশে ওঠে রবীন্দ্র-বাতাস। সরকারের পক্ষ থেকে আয়োজন করা হয় তাঁর পুরনো ছবির প্রদর্শনীর, নতুন করে বইয়ের সংস্করণ প্রকাশ করা হয়।

সাংবাদিক সম্মেলনে ত্রিদিব এবং সুধাংশু জানান, বইমেলায় উত্তমকুমারকে নিয়ে থাকবে বিশেষ প্রদর্শনী। যার নাম 'বাংলা সিনেমার ইতিহাস ও মহানায়ক'। এ ছাড়া, মহাশ্বেতা দেবীর একশো বছর উপলক্ষে তাঁকে স্মরণ করতে একটি মঞ্চের নামকরণ হবে তাঁর নামে। ভূপেন হাজারিকা এবং সলিল চৌধুরীর একশো বছর উপলক্ষে মেলা প্রাঙ্গণে আয়োজিত হবে বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

পাঠ্যবইয়ের মাধ্যমে পড়ুয়াদের নতুন পেশার হদিস দিতে উদ্যোগী শিক্ষা দফতর

আর্যভট্ট খান

মিউচুয়াল ফান্ড কী? এসআইপি বা সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান কাকে বলে? ছোটখাটো ব্যবসা শুরু করতে হলে কী ভাবে ব্যাঙ্ক ঋণ নিয়ে শুরু করা যেতে পারে?

এ বার এমন বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে স্কুলের পাঠ্যবই থেকেই। শিক্ষা দফতরের সিলেবাস কমিটির এক কর্তা জানাচ্ছেন, এত দিন পাঠ্যসূচিতে শারীরশিক্ষার সঙ্গে যে আর্ট অ্যান্ড ওয়ার্ক এডুকেশন বিষয়টি ছিল, তাতে শারীরশিক্ষার উপরে বই থাকলেও আর্ট অ্যান্ড ওয়ার্ক এডুকেশনের আলাদা বই ছিল না। এ বার প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়ারা আর্ট অ্যান্ড ওয়ার্ক এডুকেশনের উপরেও আলাদা বই পাবে। সেখানে সপ্তম এবং অষ্টম শ্রেণির জন্য আর্থিক সাক্ষরতা (ফিনান্সিয়াল লিটারেসি) বিষয়ক পৃথক পরিচ্ছেদ থাকবে। ওই কর্তা বলেন, "জাতীয় শিক্ষানীতিতে স্কুলপড়ুয়াদেরও ফিনান্সিয়াল লিটারেসি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। যে সব আর্থিক বিষয় প্রাত্যহিক কাজে লাগে, আর্ট অ্যান্ড ওয়ার্ক এডুকেশনের নতুন বইয়ে সেই বিষয়গুলি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দেওয়া থাকবে।"

আগামী ২ জানুয়ারি স্কুলগুলিতে পালিত হবে 'বই দিবস' বা 'বুক ডে'। সে দিনই আর্ট অ্যান্ড ওয়ার্ক এডুকেশনের বই দেওয়া হবে পড়ুয়াদের। শিক্ষা দফতরের ওই কর্তা জানান, অনেক সময়েই দেখা যায়, কোনও পড়ুয়া হয়তো দশম বা দ্বাদশ শ্রেণির পরে ছোটখাটো ব্যবসা শুরু করতে চায়। সে কী ভাবে ব্যাঙ্ক ঋণের আবেদন করবে, সেই ঋণ কী ভাবে শোধ করতে হবে, এই বিষয়গুলি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা থাকলে তার ব্যবসা শুরু করতে যেমন সুবিধা হবে, তেমনই প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনাও কমবে।

সিলেবাস কমিটির বিশেষজ্ঞদের মতে, বর্তমানে পেশার জগতে একাধিক নতুন দিগন্ত খুলে গিয়েছে। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষকের মতো প্রথাগত পেশার পাশাপাশি তরুণ প্রজন্মের অনেকেই নতুন পেশায় সফল হচ্ছেন এবং সেটিকে ভিত্তি করেই উপার্জন করছেন। সেই সব নতুন পেশারও সন্ধান মিলবে আর্ট অ্যান্ড ওয়ার্ক এডুকেশনের বইয়ে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, অনেক সময়ে দেখা যায়, কোনও পড়ুয়া হয়তো বিজ্ঞান নিয়ে পড়তে তেমন উৎসাহী নয়, অথচ পরিবারের চাপে তাকে বিজ্ঞান নিয়ে পড়তে হয়। এ ক্ষেত্রে পরবর্তী সময়ে সেই পড়ুয়ার পেশাজীবন অগোছালো হয়ে যায়। কিন্তু স্কুলের পাঠ্যবইয়ের মাধ্যমে যদি তাকে নতুন পেশার সন্ধান দেওয়া যায়, তা হলে সে আগে থেকেই পছন্দের বিষয় বেছে নিতে পারবে।

কেউ যদি আবৃত্তি বা নাটককে পেশা হিসাবে নিতে চায়, তা হলে ওই পেশায় সফল মানুষদের সাফল্যের চাবিকাঠি কী, তার দৃষ্টান্তও তুলে ধরা হবে নতুন বইয়ে। যেমন ধরা যাক, নাটক সম্পর্কে ধারণা দিতে গিয়ে উৎপল দত্তের জীবনী সংক্ষেপে বলা হয়েছে। এক জন সপ্তম বা অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়া ওই জীবনী পড়ে উদ্বুদ্ধ হতে পারবে। আবার সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন, জনসংযোগ, ফ্যাশন ডিজ়াইনের মতো পেশায় সফল হতে গেলে কী ভাবে এগোতে হবে, তারও ধারণা থাকবে। সিলেবাস কমিটির ওই কর্তা বলেন, "প্রতি বছর না হলেও কয়েক বছর অন্তর নতুন বইয়ের বিষয় পরিবর্তন করা হবে। কারণ, যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পেশার পরিবর্তন হচ্ছে। হাতেকলমে শেখার মতো নতুন পেশাও তৈরি হচ্ছে।"

মেসি-কাণ্ডের পরে সতর্ক পুলিশ, প্রস্তুতি শুরু টি-২০ বিশ্বকাপের

নিজস্ব সংবাদদাতা

আর্জেন্টিনার ফুটবল তারকা লিয়োনেল মেসিকে ঘিরে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে যে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, তা থেকে শিক্ষা নিয়ে এ বার ইডেন গার্ডেন্সে আসন্ন টি-২০ ক্রিকেট বিশ্বকাপের একাধিক ম্যাচের ভিড় সামলানোর প্রস্তুতি নিতে শুরু করল কলকাতা পুলিশ। টি-২০ বিশ্বকাপ শুরু হতে আরও মাস দুয়েক বাকি। ইতিমধ্যেই সব পক্ষের সঙ্গে বৈঠকের পাশাপাশি, ওই সমস্ত ম্যাচ ঘিরে একাধিক পরিকল্পনা করা হয়েছে বলে লালবাজার জানিয়েছে। এর পাশাপাশি, বছর শেষের উৎসব নির্বিঘ্নে মেটাতে প্রয়োজনীয় নজরদারির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

আগামী বছরের শুরুতেই টি-২০ ক্রিকেট বিশ্বকাপের আসর বসছে ভারতে ও শ্রীলঙ্কায়। ইডেন গার্ডেন্সে বিশ্বকাপের একাধিক ম্যাচ হবে বলে ইতিমধ্যেই জানানো হয়েছে। গ্রুপ পর্যায়ের পাঁচটি ম্যাচের পাশাপাশি, কোয়ার্টার ফাইনাল এবং সেমিফাইনালের ম্যাচও হতে পারে কলকাতায়। ইডেনের ওই সমস্ত ম্যাচে প্রচুর দর্শক সমাগম হবে বলে মনে করা হচ্ছে। যুবভারতীতে মেসি-কাণ্ডের পরে বিশ্বকাপের ম্যাচগুলি ঘিরে তাই অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করছে লালবাজার। ইডেনের কোনও ম্যাচ ঘিরে যাতে যুবভারতীর মতো কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, তার জন্য ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি নিতে শুরু করে দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন কলকাতার নগরপাল মনোজ বর্মা।

বুধবার সকালে আলিপুর বডিগার্ড লাইন্সে কলকাতা পুলিশের একটি অনুষ্ঠানে গিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন নগরপাল। তিনি বলেন, ''যুবভারতীর ঘটনা দেখার পরে আমরা কয়েকটি বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করছি। বিশ্বকাপের সঙ্গে যুক্ত একাধিক পক্ষের সঙ্গে ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি বৈঠক হয়েছে। আগামী দিনে আরও কয়েকটি বৈঠক করা হবে। আমরা এর আগেও বিশ্বকাপের ম্যাচ সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন করেছি। এ বার যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, তার জন্য সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।''

শুধু ইডেনে বিশ্বকাপের ম্যাচই নয়, বছর শেষে উৎসবের মরসুমেও যে কোনও ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে নজরদারি বাড়ানোর কথা জানানো হয়েছে। পার্ক স্ট্রিট-সহ শহরের যে সমস্ত অংশে বড়দিন বা বছর শেষের উৎসব ঘিরে জমায়েত হয়, সেখানে বাড়তি নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করা হচ্ছে। এই সময়ে বাইরে থেকে আসা প্রচুর পর্যটক শহরের বিভিন্ন হোটেলে ওঠেন। এ বছরও অনেক পর্যটক আসবেন বলে মনে করা হচ্ছে। সেই পর্যটকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতেও বিভিন্ন থানাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ দিন নগরপাল বছর শেষের উৎসব প্রসঙ্গে বলেন, ''ইতিমধ্যেই সব বিভাগকে সতর্ক করা হয়েছে। উৎসব ঘিরে নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় সব বন্দোবস্ত থাকবে।''

যন্ত্রে প্লাস্টিকের বোতল প্রক্রিয়াকরণ করে বাড়তি আয় হচ্ছে রেলের

নিজস্ব সংবাদদাতা

স্টেশন চত্বর থেকে প্লাস্টিকের বোতল সংগ্রহ করে সেগুলি প্রক্রিয়াকরণের জন্য পাঠানোর ক্ষেত্রে অভিনব প্রকল্প হাতে নিয়েছে পূর্ব রেলের হাওড়া ডিভিশন। দৈনিক শতাধিক দূরপাল্লার ট্রেন ছাড়াও শহরতলির বহু ট্রেন হাওড়া স্টেশন থেকে ছাড়ে। দু'ধরনের ট্রেন মিলিয়ে দৈনিক সফর করেন প্রায় দশ লক্ষ যাত্রী। তাঁদের যাতায়াতের পথে জল, ঠান্ডা পানীয়ের বোতল-সহ নানা ধরনের প্লাস্টিকের বিপুল পরিমাণ বর্জ্য জমা হয়। ওই বর্জ্য সংগ্রহ করে তার প্রক্রিয়াকরণ ত্বরান্বিত করতে হাওড়া স্টেশনে প্লাস্টিকের গাঁট বা 'বেল' তৈরি করার যন্ত্র বসানো হয়েছে। ওই যন্ত্রের মাধ্যমে দৈনিক কয়েক টন প্লাস্টিকের বোতল সঙ্কুচিত করে প্লাস্টিকের জমাট গাঁট তৈরি করা যায়। এর ফলে বিপুল পরিমাণ প্লাস্টিক সংগৃহীত হলেও তা মজুত করার জন্য তুলনামূলক ভাবে অনেক কম জায়গা লাগে। ইতিমধ্যেই এই প্রক্রিয়ায় প্রায় ৯ টন সংগৃহীত প্লাস্টিক প্রক্রিয়াকরণের জন্য পাঠানো হয়েছে। ওই প্লাস্টিক বিক্রি করে রেলের আয় হয়েছে ৩.৩৩ লক্ষ টাকা।

রেল সূত্রের খবর, নতুন ব্যবস্থায় প্লাস্টিকের বোতল প্রক্রিয়াকরণের জন্য পাঠানোর ফলে যাত্রী-ভাড়া বহির্ভূত খাতে আয় বেড়েছে রেলের। স্টেশন চত্বরে বসানো বিভিন্ন ডাস্টবিন, রেলের কোচ ছাড়াও প্ল্যাটফর্ম, লাইন-সহ নানা জায়গা থেকে ওই সব বোতল সংগ্রহ করা হয়েছে। এই ব্যবস্থা স্টেশন পরিচ্ছন্ন রাখার পাশাপাশি বিকল্প আয়ের রাস্তা খোলার ক্ষেত্রেও বিশেষ সহায়ক হয়েছে বলে জানাচ্ছেন রেলের আধিকারিকেরা।

উত্তরবঙ্গের সংস্কৃতির উদ্ভাস নিউ আলিপুর কলেজে

নিজস্ব সংবাদদাতা

ক্লাসঘরের চৌহদ্দির বাইরে শিক্ষার উড়ান। কিংবা হাতেকলমে শিক্ষার ফলিত প্রয়োগে ছাত্রছাত্রীদের স্বনির্ভর করার চেষ্টা। এই লক্ষ্যে আধুনিক সাংবাদিকতা চর্চার একটি পূর্ণাঙ্গ গবেষণাগার তৈরিতে পদক্ষেপ করল নিউ আলিপুর কলেজ। একই সঙ্গে, কলকাতার ঐতিহ্যের নানা দিক মেলে ধরার হেরিটেজ সেন্টার এবং উত্তরবঙ্গ বিষয়ক স্থায়ী প্রদর্শনীও কলেজে সেজে উঠেছে। বুধবার কলেজের বার্ষিক সাংস্কৃতিক সম্মেলন 'উদ্ভাস'-এর মঞ্চ থেকেই উঠে এল নতুন পদক্ষেপগুলি।

জাতীয় শিক্ষানীতির সাম্প্রতিক ভাবনায়, শিক্ষার্থীদের পেশাগত পরিসরের উপযুক্ত করায় জোর দেওয়া হচ্ছে। সাংবাদিকতার ল্যাবরেটরিটি তারই নমুনা। জানা গিয়েছে, ওই ল্যাবরেটরিতে দৃশ্য-শ্রাব্য মাধ্যমের আঙ্গিকে কোনও কাজের অনুশীলন এবং নির্মাণের সম্পূর্ণ পরিকাঠামো থাকছে।

কলেজের অধ্যক্ষ জয়দীপ ষড়ঙ্গী বলেন, ''সাংবাদিকতার এই বিভাগটি স্বনির্ভর। কলেজের তহবিল থেকেই বিভাগটির উন্নতিতে পদক্ষেপ করা হয়েছে।'' একই সঙ্গে নিত্য ব্যবহার্য সামগ্রী তৈরিতে দক্ষ, স্বনির্ভর, উদ্যোগী হয়ে ওঠা কলেজের কয়েক জন ছাত্রের কাজও মেলে ধরা হয়। কলেজে কলা ও বিজ্ঞান বিভাগের ১৭টি বিষয়ের নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজ তুলে ধরা হয়েছে। এর মধ্যে ধ্রুপদী ভাষা বাংলা, ইংরেজি জনপ্রিয় সাহিত্য, নগরায়ণ ও শহরে জলসম্পদ রক্ষার মতো নানা দিক উপস্থাপন করা হয়। কলেজের গ্রন্থাগারের বইয়ের খুঁটিনাটিও সবার জন্য মেলে ধরা হয়েছে একটি উপস্থাপনায়।

অধ্যক্ষ বলেন, ''কলেজের অনেক ছাত্র, শিক্ষক উত্তরবঙ্গের। এটা মাথায় রেখে উত্তরবঙ্গ বিষয়ক স্থায়ী প্রদর্শনীও থাকছে। বাংলার সাংস্কৃতিক বহুত্ব সবার সামনে তুলে ধরাও লক্ষ্য।'' কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কল্লোল পাল, ডিপিআই মধুমিতা মান্না, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ওমপ্রকাশ মিশ্র প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ফর্ম জি-এর সংশোধনী

নিম্নোক্তের জন্য আগ্রহসূচক জ্ঞাপনী আহ্বান

**গুপ্তা পাওয়ার ইনফ্রাস্ট্রা